

সুহৃদরেষু,

শুনিতেছি, অপরিহার্য সাংসারিক দুঃখ আপনার উপর পড়িয়াছে। আপনি জ্ঞানবান, দুঃখ কি করিতে পারে? তথাপি ব্যবহারিকে বন্ধু-জন-কর্তব্যবোধে এ কথার উল্লেখ। অপিচ, ঐ সকল ক্ষণ অনেক সময় সমধিক অনুভব আনয়ন করে। কিয়ৎকালের জন্য যেন বাদল সরিয়া যায় ও সত্যসূর্যের প্রকাশ হয়। কাহারও বা অর্ধেক বন্ধন খুলিয়া যায়। সকল বন্ধন অপেক্ষা মানের বন্ধন বড় দৃঢ় -- লোকের ভয় যমের ভয় অপেক্ষাও অধিক; তাও যেন একটু শ্লথ হইয়া পড়ে; মন যেন অন্ততঃ মুহূর্তের জন্য দেখিতে পায় যে, লোকের কথা -- মতামত অপেক্ষা অন্তর্য়ামী প্রভুর কথা শুনাই ভাল। আবার মেঘ ঢাকে, এই তো মায়া! যদিও বহু দিবস যাবৎ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পত্রাদি ব্যবহার হয় নাই, তথাপি অন্যের নিকট মহাশয়ের সকল সংবাদই প্রায় প্রাপ্ত হই। মধ্যে মহাশয় কৃপাপূর্বক এক গীতার অনুবাদ ইংলন্ডে আমায় প্রেরণ করেন। তাহার মলাটে একছত্র ভবৎ-হস্তলিপি মাত্র ছিল। শুনলাম, তাহার উত্তরপত্রে অতি অল্প কথা থাকায় মহাশয়ের মনে -- আপনার প্রতি আমার অনুরাগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইয়াছে।

উক্ত সন্দেহ অমূলক জানিবেন। অল্প কথা লিখিবার কারণ এই যে, চারি-পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইংরেজী-গীতার মলাটে ঐ একছত্র মাত্র আপনার হস্তলিপি দেখিলাম। তাহাতে বোধ হইল যে, আপনার যখন অধিক লিখিবার অবকাশ নাই, তখন পড়িবার অবকাশ কি হইবে?

দ্বিতীয়তঃ শুনলাম, গৌরচর্মবিশিষ্ট হিন্দুধর্ম প্রচারকেরই আপনি বন্ধু, দেশী নচ্ছার কালা আদমী আপনার নিকট হয়ে, সে ভয়ও ছিল। তৃতীয়তঃ আমি স্লেচ্ছ শূদ্র ইত্যাদি, যা-তা খাই, যার-তার সঙ্গে খাই -- প্রকাশ্যে সেখানে এবং এখানে। তা ছাড়া মতের বহু বিকৃতি উপস্থিত -- এক নির্গুণ ব্রহ্ম বেশ বুঝিতে পারি, আর তারই ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি -- ঐ-সকল ব্যক্তিবিশেষের নাম 'ঈশ্বর' যদি হয় তো বেশ বুঝতে পারি -- তন্নিহ্ন কাল্পনিক জগৎকর্তা ইত্যাদি হাস্যকর প্রবন্ধে বুদ্ধি যায় না।

ঐ প্রকার 'ঈশ্বর' জীবনে দেখিয়াছি এবং তাঁহারই আদেশে চলিতেছি। স্মৃতি-পুরাণাদি সামান্যবুদ্ধি মনুষ্যের রচনা -- ভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দ্বৈষবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তাহার যেটুকু উদার ও প্রীতিপূর্ণ, তাহাই গ্রাহ্য, অপরাংশ ত্যাজ্য। উপনিষদ ও গীতা যথার্থ শাস্ত্র -- রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীরাদিই যথার্থ অবতার; কারণ ইহাদের হৃদয় আকাশের ন্যায় অনন্ত ছিল -- সকলের উপর রামকৃষ্ণ; রামানুজ-শঙ্করাদি সঙ্কীর্ণ-হৃদয় পন্ডিতজী মাত্র। সে প্রীতি নাই, পরের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় কাঁদে নাই -- শুষ্ক পাণ্ডত্যই -- আর আপনি তাড়াতাড়ি মুক্ত হইব! তা কি হয়, মহাশয়? কখনও হয়েছে, না হবে? 'আমি'র লেশমাত্র থাকতে কি কিছু হবে?

অপর এক মহা বিপ্রতিপত্তি -- আমার দিন দিন দৃঢ় ধারণা [হইতেছে] এই যে, জাতি-বুদ্ধিই মহাভেদকারী ও মায়ার মূল -- জন্মগত সর্বপ্রকার জাতিই বন্ধন। কোন কোন বন্ধু বলেন -- তা মনে মনে থাক -- বাহিরে, ব্যবহারিকে, জাতি-আদি রাখিতে হইবে বৈকি। মনে মনে অভেদবুদ্ধি ('পেটে পেটে' যার নাম বুঝি), আর বাহিরে পিশাচ নৃত্য, অত্যাচার, উৎপীড়ন -- গরীবের যম; আর চন্ডালও যদি বড় মানুষ হয়, তিনি ধর্মের রক্ষক!!!

তাতে আমি পড়ে-শুনে দেখছি যে, ধর্মকর্ম শূদ্রের জন্য নহে, সে যদি খাওয়া-দাওয়া বিচার বা বিদেশগমনাদি বিচার করে তো তাতে কোন ফল নাই, বৃথা পরিশ্রম মাত্র। আমি শূদ্র ও স্লেচ্ছ -- আমার আর ও-সব হাঙ্গামে কাজ কি? আমার স্লেচ্ছের অল্পে বা কি, আর হাড়ীর অল্পে বা কি? আর জাতি ইত্যাদি উন্মত্তা -- যাজকদের লিখিত গ্রন্থেই পাওয়া যায়, ঈশ্বর-প্রণীত গ্রন্থে নাই। যাজকদের পূর্বপুরুষদের কীর্তি তাহারাই ভোগ করুন, ঈশ্বরের বাণী আমি আনুসরণ করি, তাহাতেই আমার কল্যাণ হইবে।

আর এক কথা বুঝেছি যে, পরোপকারই ধর্ম, বাকি যাগযোজ্ঞ সব পাগলামো -- নিজের মুক্তি-ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়েছে, সে-ই মুক্ত হয় আর যারা 'আমার মুক্তি, আমার মুক্তি' করে দিনরাত মাথা ভাবায়, তারা 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হয়ে বেড়ায়, তাহাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি। এই পাঁচ রকম ভেবে মহাশয়কে পত্রাদি লিখিতে ভরসা হয় নাই।

এসব সত্ত্বেও যদি আপনার প্রীতি আমার উপর থাকে, বড়ই আনন্দের বিষয় বোধ করিব। ইতি

দাস

বিবেকানন্দ